মেহেরপুরে ১১ দলীয় জোটের গণমিছিল

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের দ্বিতীয় বার্ষিকী ও গণভোটের গণরায় বাস্তবায়নের দাবিতে মেহেরপুরে গণমিছিল করেছে ১১ দলীয় জোট। শনিবার (৪ জুলাই) বিকেলে আয়োজিত এ কর্মসূচিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশ নেন।

গণমিছিলে সভাপতিত্ব করেন জেলা জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির মাহবুব উল আলম।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতে ইসলামীর সুরা কমিটির সদস্য ও সেক্রেটারি মো. ইকবাল হুসাইন, সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, মুজিবনগর উপজেলা আমির খান জাহান আলী, পৌর আমির সোহেল রানা ডলার, সদর উপজেলা সেক্রেটারি জাব্বারুল ইসলাম এবং ইসলামী ছাত্রশিবিরের জেলা সেক্রেটারি সাইদুর রহমানসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীরা জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান এবং গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার ও জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দেন।

গণভোটের রায় বাস্তবায়নের দাবিতে মেহেরপুরে ১১ দলের গণমিছিল

গণভোটের রায় বাস্তবায়ন, জ্বালানি সংকট নিরসন, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও সার্বিক জনদুর্ভোগ লাঘবের দাবিতে মেহেরপুরে ১১ দলের উদ্যোগে গণমিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার (২ মে) বিকেলে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এ সময় শহরের

শহীদ শামসুজ্জোহা পার্ক থেকে একটি গণমিছিল বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় প্রাঙ্গণে গিয়ে শেষ হয়।

পরে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য মোঃ তাজ উদ্দিন খান।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য মোঃ নাজমুল হুদা, জেলা জামায়াতে ইসলামীর সূরা কমিটির সদস্য ও সেক্রেটারি মোঃ ইকবাল হুসাইন, জেলা রাজনৈতিক সেক্রেটারি রুহুল আমিন, সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, সদর উপজেলা সেক্রেটারি জাব্বারুল ইসলামসহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা।

গণভোটের ম্যান্ডেট যদি মূল্যায়ন না করা হয়, জনগণ রাজপথে নেমে আসতে বাধ্য হবে: মিয়া গোলাম পরওয়ার

সরকার জনগণের গণভোটের ম্যান্ডেট যদি মূল্যায়ন না করে, জনগনই আবার রাস্তায় নেমে আসবে। আমাদেরকে ভয় দেখিয়ে লাভ নেই| রাজপথে কিভাবে আন্দোলন করতে হয় আমরা জানি। দেশের মানুষ জানে| আমাদেরকে রাজপথে নামতে বাধ্য করবেন না। ঝিনাইদহে জামায়াতের ওয়ার্ড সভাপতি সম্মেলন সভায় এসব কথা বলেন, জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রিয় সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ ছাত্র শিবির কে যারা গুপ্ত বলে তারা ১৭ বছর বিদেশে লুকিয়ে ছিল, তারাই গুপ্ত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্রদলকে হায়নার মতো শিক্ষার্থীদের উপর লেলিয়ে দেয়া হচ্ছে। সরকার সেই পুরনো কর্তৃতবাদী শাসনের পথে ফিরতে চাচ্ছে। কিন্তু দেশের জনগণ সরকারের সেই আশা পূরণ করতে দেবেনা।

আজ শুক্রবার দুপুরে শহরের একটি পার্কের মিলনায়তনে ঝিনাইদহ জেলা জামায়াত আয়োজিত ওয়ার্ড সভাপতি সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলে।

সরকারের সমালোচনা করে মিয়া গোলাম পরে আবার বলেন, দেশের মানুষ বারবার রক্ত দিয়েছে| আমরা আর রক্ত দিতে চাইনা| এই সরকার কর্তৃতবাদী ফ্যাসিবাদী শাসনের পথে ফিরে যাওয়ার কাজ শুরু করেছে| শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের হায়নার মতো লেলিয়ে দেয়া হচ্ছে। জনগণ কর্তৃত্ববাদী শাসন আর মেনে নেবে না।

নির্বাচনে বিজয়ী করতে ইঞ্জিনিয়ারিং করা হয়েছে বলে অভিযোগ করে তিনি বলেন, আজকে যারা জামাত-শিবির কে গুপ্ত বলে, ১৭ বছর সেই প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীই বিদেশে লুকিয়ে ছিল। অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদে বিএনপির গুপ্ত উপদেষ্টারা ছিল। যারা এই সরকারের মন্ত্রী হয়েছে। কাজেই জনগণ জানে আসল গুপ্ত কারা।

মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, ঝিনাইদহের মাটি শহীদের রক্তে ভেজা জনপদ। বছরের পর বছর এ অঞ্চলের মানুষ কর্তৃতবাদী ফ্যাসিবাদী শাসনামলে বাড়িতে ঘুমাতে পারেনি। জীবনের বিনিময়ে ফাঁসিবাদী শাসন ব্যবস্থা বিলোপ করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের সামনে নতুন করে কর্তৃতবাদী ফ্যাসিবাদী শাসন ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। জনগণ আর কোনো সরকারকে কর্তৃতবাদী হওয়ার সুযোগ দেবে না।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের বক্তব্যের সমালোচনা করে তিনি বলেন, বগুড়ায় একটি সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন জামায়াতের ওপরে নাকি স্বৈরাচারের আত্মা ভর করেছে। আমরা বলতে চাই, বিএনপি সরকারকে ভুতে ধরেছে| কর্তৃতবাদী ফ্যাসিবাদী শাসনের ভূতে ধরেছে। যে কারণে সরকার চাইলেও সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারছে না| ছাত্র জনতার গণঅভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা পূরণে সরকার এখন ছলচাতুরি শুরু করেছে| গতকাল ডাকসুর নির্বাচিত কয়েকজন প্রতিনিধির উপর হামলার নিন্দা জানান|

জুলাই জাতীয় সনদ ও গণভোট প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ঐকমত্য কমিশনের আয়োজনে নির্বাচনের আগে চার মাস ধরে দফায় দফায় সংলাপ হয়েছে| ৩৩ টি রাজনৈতিক দল সংবিধান সংস্কারে ঐক্যমতে পৌঁছায়| দুঃখের বিষয়, বিএনপি সংবিধান সংস্কারের গুরুত্বপূর্ণ দশটি পয়েন্টে নোট অফ ডিসেন্ট দেয়। অধিকাংশ দল সংবিধান সংস্কার ঐক্যমতে পৌঁছালেও

বিএনপি তার বিরোধিতা করেছে। এখন তারা গণভোটের রায়কে বাতিল করতে চায়। সংবিধানের দোহাই দিয়ে বিএনপি সরকার ফ্যাসিবাদী শাসন টিকিয়ে রাখার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

সরকারকে হুঁশিয়ারি করে তিনি বলেন, আমরা বহু রক্ত দিয়েছি, দেশের মানুষ বারবার জীবন দিয়েছে। আমরা আর রক্তের বিনিময়ে পরিবর্তনের পথে হাঁটতে চাই না। সরকার জনগণের গণভোটের ম্যান্ডেট যদি মূল্যায়ন না করে, জনগনই আবার রাস্তায় নেমে আসবে। রাজপথে কিভাবে আন্দোলন করতে হয় আমরা জানি। দেশের মানুষ জানে। আমাদেরকে রাজপথে নামতে বাধ্য করবেন না।

ঝিনাইদহ জেলা জামায়াতে ইসলামী আয়োজিত ওয়ার্ড সম্মেলনে কেন্দ্রীয় জামায়াত নেতা মোবারক হোসেন, ঝিনাইদহ-২ আসনের সংসদ সদস্য আলী আজম মোহাম্মদ আবু বকর, ঝিনাইদহ-৩ আসনের সংসদ সদস্য মতিয়ার রহমান, ঝিনাইদহ-৪ আসনের সংসদ সদস্য আবু তালেব, জেলা নায়েবে আমীর আব্দুল আলিম, বিভিন্ন উপজেলার আমীরসহ জেলা জামায়াতের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলন পরিচালনা করেণ জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল আব্দুল আওয়াল।

গণভোটের রায় বাস্তবায়নের দাবিতে মেহেরপুরে ১১ দলীয় জোটের বিক্ষোভ মিছিল

গণভোটের রায় বাস্তবায়নের দাবিতে মেহেরপুরে ১১ দলের উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার বিকালে জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি ইকবাল হুসাইনের নেতৃত্বে জেলা মডেল মসজিদ প্রাঙ্গণ থেকে মিছিলটি শুরু হয়। পরে মিছিলটি শহরের প্রধান সড়কগুলো প্রদক্ষিণ করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ঘুরে সামসুজ্জোহা পার্কে গিয়ে শেষ হয়।

পরে সেখানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য দেন জেলা জামায়াতের

সেক্রেটারি ইকবাল হুসাইন, জামায়াতের শুরা সদস্য আব্দুর রউফ মুকুল, সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, পৌর আমির সোহেল রানা ডলার, মুজিবনগর উপজেলা জামায়াতের আমির জাহান আলী, গাংনী উপজেলা জামায়াতের আমির ডা. মো. রবিউল ইসলাম, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের জেলা সেক্রেটারি আব্দুল গাফফার, ছাত্রশিবিরের জেলা সভাপতি আব্দুল সালাম, এনসিপির জেলা শাখার যুগ্ম সমন্বয়ক আরিফ খান।

বক্তারা বলেন, গণভোটের মাধ্যমে জনগণের দেওয়া রায় দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে। জনগণের মতামত উপেক্ষা করা হলে গণতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হবে। দাবির প্রতি গুরুত্ব না দিলে ভবিষ্যতে আরও কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে। এ সময় তারা সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনে থাকার আহ্বান জানান।

মিছিলকে কেন্দ্র করে শহরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সতর্ক উপস্থিতি দেখা যায়।

গণভোটের ফলাফলের গেজেট প্রকাশ

গণভোটের ফলাফলের গেজেট প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। গতকাল শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) দিবাগত রাতে নির্বাচন কমিশনের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ স্বাক্ষরিত এই গেজেট প্রকাশ করা হয়।

গেজেটে ফলাফলের দেখা গেছে, গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোটের সংখ্যা ৪ কোটি ৮২ লাখ ৬৬০ এবং ‘না’ ভোট পড়েছে ২ কোটি ২০ লাখ ৭১ হাজার ৭২৬ না ভোট।

60658_59636

এতে আরো দেখা গেছে, গণভোটে মোট বৈধ ভোট পড়েছে ৭ কোটি ২ লাখ ৭২ হাজার ২৮৬টি।

ভোট বাতিল হয়েছে ৭৪ লাখ ২২ হাজার ৬৩৭টি এবং মোট ভোট ৭ কোটি ৭৬ লাখ ৯৫ হাজার ২৩।
এর আগে গত বৃহস্পতিবার ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও সংবিধান সংস্কারের ওপর জাতীয় গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। শুক্রবার দুপুরে

নির্বাচন কমিশন ২৯৭ আসনের চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করে। পরে এদিন রাতে আনুষ্ঠানিকতা শেষে ২৯৭ আসনের গেজেট ঘোষণা করে ইসি।

সূত্র: কালের কন্ঠ ।

কোটচাঁদপুরে নির্বাচন নিয়ে তরুনদের ভাবনা ও প্রত্যাশা বিষয়ক সংলাপ

জেলার কোটচাঁদপুরে আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট নিয়ে তরুণদের ভাবনা এবং প্রত্যাশা বিষয়ক সংলাপ হয়েছে। সংলাপে উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, দুই শতাধিক শিক্ষার্থী ও তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ৯টায় কোটচাঁদপুর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এ সংলাপের আয়োজন করে জেলা প্রশাসন।

কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এনামুল হাসানের সভাপতিত্বে সংলাপে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক আব্দুল্লাহ আল মাসউদ। অনুষ্ঠানে জেলা পুলিশ সুপার মাহফুজ আফজাল, জেলা নির্বাচন অফিসার আবুল হোসেনসহ নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের গুরুত্ব, ভোটাধিকার প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা এবং তরুণদের দায়িত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সংলাপে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী ও তরুণদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন উপস্থিত নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও অতিথিরা।

গণসংলাপে জেলা পুলিশ সুপার মাহফুজ আফজাল বলেন, রাষ্ট্ররসংস্কারের পক্ষে গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোট দিতে হবে। সাম্য, মানবিক ও সমতাভিত্তিক সামাজিক মর্যাদাভিত্তিক বাংলাদেশ গঠনে গণভোট একটি সুযোগ। এই সুযোগনকাজে লাগাতে হবে।

সংলাপে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে জেলা প্রশাসক মো. আব্দুল্লাহ আল মাসউদ বলেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের দিনগুলোর কথা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে। নতুন ন্যায়ভিত্তিক বাংলাদেশ গঠনে ‘হ্যাঁ’ এর পক্ষে জনমত তৈরি করতে হবে। গণভোটে ‘হ্যা’ জয়যুক্ত হলে দেশে সংস্কার বাস্তবায়ন হবে। নতুন বাংলাদেশ গড়ে তোলার আকাঙ্খা বাস্তবায়ন হবে।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা গণভোট ও জাতীয় নির্বাচনের সার্বিক প্রস্তুতি, দায়িত্ব, করণীয় ও নির্দেশনা বিষয়ে প্রশ্ন করেন।

ঝিনাইদহে গণভোটের প্রচার ও ভোটার উব্ধুদ্ধকরণে জেলা ইমাম সম্মেলন

গণভোটের প্রচার ও ভোটার উব্ধুদ্ধকরণে ঝিনাইদহে জেলা ইমাম সম্মেলন অনুষ্টিত হয়েছে।

সোমবার (২৬ জানুয়ারি) সকালে শহরের একটি পার্কে এ সম্মেলনের আয়োজন করে জেলা প্রশাসন। এতে জেলা প্রশাসক আব্দুল্লাহ আল মাসউদ, পুলিশ সুপার মাহফুজ আফজাল, সিভিল সার্জন ডা. কামরুজ্জামান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সাইফুর রহমান, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক রিয়াজুল ইসলামসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন। সেসময় বক্তারা, গণভোট একটি গুরুত্বপূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া উল্লেখ করে বলেন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে গণভোট সম্পন্ন করতে ইমাম ও ধর্মীয় নেতাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তাঁরা খুতবা ও ধর্মীয় আলোচনার মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে গণভোটে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার আহ্বান জানান। পাশাপাশি ভোটারদের সচেতন হয়ে দায়িত্বশীলভাবে ভোট প্রদানের পরামর্শ দেন। সম্মেলনে জেলার ৬ উপজেলার ৭০০ জন ইমাম অংশ নেয়।

এ দেশে আবারও নতুন করে কোন স্বৈরাচার তৈরীর পটভূমি তৈরি হতে দেব না

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব বলেছেন, আজকে আমরা দায় ও দরদের রাজনীতি নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। এই দায় হচ্ছে আমাদের এমন একটি নতুন পথের দিশা জাতিকে দিতে হবে যেখানে আর কখনো আমাদের দেশে নতুন কোন স্বৈরাচার তৈরীর পটভূমি তৈরি হতে দেব না।

যেহেতু আমাদের রাজনীতিকে জবাবদিহিতার রাজনীতি করতে হবে আমাদের সকল প্রতিষ্ঠানগুলোকে জবাবদিহিতা মূলক করতে হবে সরকারকে জবাবদিহিতা করতে হবে যার জন্য আমাদের ম্যানিফেস্ট দরকার যে ম্যানিফেস্ট সাধারণ মানুষের ম্যানিফেস্ট। সেজন্য আমাদের প্রধান উপদেষ্টা দীর্ঘ বক্তৃতার মাধ্যমে বুঝিয়েছেন বলেছেন কেন গণভোট দরকার।

তিনি আরো বলেন, গণভোট বিশ্বের যেসব দেশে স্থিতিশীলতা আছে জবাবদিহিতা আছে গণতন্ত্র আছে সেসব দেশে আমরা দেখেছি রেফারেনডম এর মাধ্যমে সংবিধান তৈরি করা হয় পরিবর্তন করা হয়। বাংলাদেশের ১৯৭১ সালের সংবিধানের কোন রেফারেনডম নাই আবার অন্যদিকে সংবিধানের জন্য গণপরিষদ করা হয়। এই গণপরিষদের বিতর্কে ১৯৭২ সালে এই বিষয়গুলো আলোচনায় এসেছিল ক্ষমতার ভারসাম্য ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা এ তিনটি বিষয় সেখানে ওভারকাম করা হয়েছিল।

আজ শুক্রবারে বেলা সাড়ে ৩টায় ড. শহীদ শামসুজ্জোহা পার্কে অনুষ্ঠিত উদ্বুদ্ধকরণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব এসকল কথা বলেন।

তিনি আরোও বলেন, আমরা দেখেছি ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী এত ক্ষমতায়িত যে ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী সংসদের নেতা ব্যক্তি

প্রধানমন্ত্রী কেবিনেটের মন্ত্রিপরিষদের নেতা ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী কার্যত আদালতের নেতা। ফলে ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রীর যে ইচ্ছা সেই ইচ্ছাই সবকিছু । এখানে দুর্নীতি দমন কমিশন কাজ করতে পারেনা বাংলাদেশ পুলিশ কাজ করতে পারে না এখানে বিচারালয় কাজ করতে পারে না । ফলে আমরা দেখে এ রাষ্ট্র অকার্যকর রাষ্ট্র হিসেবে পরিণত হয়েছে আর অকার্যকর রাষ্ট্র তার ক্ষমতার অপব্যবহার করার জন্য সাংস্কৃতিক একটা ফ্যাসিবাদ চালু করে দেয় ফলে একদিকে বিরামহীন ক্ষমতা অপরদিকে সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ এই দুইয়ের সদস্যে আমরা দেখেছি আমাদের প্রধানমন্ত্রী গুলো পরপর স্বৈরাচার হয়ে উঠেছে এবং এই স্বৈরাচারের ফলে আমাদের এখানে গুম খুন হয়েছে এবং বিচার বহিরভূত হত্যার মহামরি হয়েছে প্রধানমন্ত্রী চাইলেই যে কাউকে যখন তখন হত্তার নির্দেশ দিতে পারে রাষ্ট্রপতি চাইলেই ফাঁসির দন্ডপ্রাপ্ত আসামীকে মুক্ত করে দিতে পারে। রাষ্ট্রপতি চাইলেই যা ইচ্ছা তাই করতে পারে প্রধানমন্ত্রী চাইলেই যা ইচ্ছা তাই করতে পারি ফলে রাষ্ট্র কোন ভাবে কাজ করছে না।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবিরের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (ঐকমত্য) মনির হায়দার, মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. শেখ বখতিয়ার উদ্দিন, পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়, মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ ড. এ.কে.এম নজরুল কবির ও নির্বাচন অফিসার মো: এনামুল হক।

এছাড়াও সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খাইরুল ইসলাম, জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক এ জে এম সিরাজুম মুনীর প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

গণভোটে সবাই অংশগ্রহণ করুন এবং ভোট দিন

খাদ্য ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদার বলেছেন, সবাই যেন ভয়-ভীতির ঊর্ধ্বে থেকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারেন,

সেই লক্ষ্যেই সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে।

গতকাল বুধবার বিকেলে কুষ্টিয়া কালেক্টরেট চত্বরে গণভোটের প্রচার ও ভোটার উদ্বুদ্ধকরণ উপলক্ষ্যে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় যোগদানের আগে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদার আরও বলেন, “২০২৪ সালে যে পরিস্থিতিতে গণঅভ্যুত্থান হয়েছিল, সেই জাতীয় ঘটনা যাতে পুনরায় না ঘটে এবং দেশ স্থিতিশীল থাকে, সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংস্কার গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা করে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, জনগণ তার সঙ্গে থাকবে।”

তিনি বলেন, “গণভোটে সবাই যেন অংশগ্রহণ করেন এবং ভোট দেন। ভোটে বিঘ্ন ঘটানোর চেষ্টা যারা করবে, তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যদি চিহ্নিত কোনো অপরাধী থাকে, পুলিশ আগে থেকেই তাকে আটক করবে।”

নির্বাচনি নিরাপত্তা প্রসঙ্গে তিনি আরও জানান, “আমরা ভোটে কোনো বিঘ্ন ঘটতে দেব না, ইনশাআল্লাহ। স্থানীয় প্রশাসনও এর জন্য সহায়তা করবে। এখানে পুলিশের পাশাপাশি রেড অব সিভিল পাওয়ার আর্মি, বিজিবি এবং আনসারও থাকবে।”

মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা মো. ইকবাল হোসেন। এ সময় বক্তব্য দেন কুষ্টিয়া জেলা পুলিশের পুলিশ সুপার জসিম উদ্দিনসহ প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

মেহেরপুরে গণভোটের প্রচারণায় ‘ভোটের রিকশা’ কার্যক্রমের উদ্বোধন

গণভোট ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে সারাদেশের ন্যায় মেহেরপুরেও ভোটের রিকশা প্রচার কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা তথ্য অফিসের আয়োজনে বুধবার (২১ জানুয়ারি) জেলা প্রশাসকের কার্যালয় প্রাঙ্গণে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির।

জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জেলা নির্বাচন অফিসার মো. এনামুল হক এবং সিভিল সার্জন ডা. এ কে এম আবু সাইদ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক বলেন, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি একযোগে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এই গণভোটের প্রচার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এবং গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় ভোটের রিকশা নামের এই আইকনিক প্রচার কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

তিনি বলেন, আজ থেকে মেহেরপুর জেলার তিনটি উপজেলায় ভোটের রিকশা কার্যক্রম ছড়িয়ে পড়বে। ভোটের রিকশা কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হলো গণভোট সম্পর্কে জনগণকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করা। ‘হ্যাঁ’তে ভোট দিলে জনগণ কী সুবিধা পাবে এবং ‘না’তে ভোট দিলে কী থেকে বঞ্চিত হবে এসব বিষয় প্রচারের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে সঠিকভাবে জানাতে হবে।

একই সঙ্গে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ভোটারদের করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়, রাজনৈতিক দলগুলোর আচরণবিধি সম্পর্কিত তথ্য গ্রাম-গঞ্জ, হাট-বাজার, স্কুল-কলেজ ও পাড়া-মহল্লায় ভোটের রিকশার মাধ্যমে প্রচার করা হবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও গণমাধ্যমকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।